কালের কণ্ঠ

তারিখ 23 SEP 2013
পৃ ৭ ২

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৫ দিন পর উপাচার্য মুক্ত

রংপুর অফিস ▶

দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার পর আগামী বুধবার পর্যন্ত অবস্থান ও অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত করেছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ফলে গত শনিবার গভীর রাতে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছেন উপাচার্য।

এদিকে অননুমোদিত পদে নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে তাঁদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছেন। এতে গতকাল রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম সচল হয়েছে।

বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধসহ সাত দফা দাবিতে গত ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রগতিশীল শিক্ষকসমাজ উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ও অবরোধ কর্মসূচি শুরু করে। একই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষক ব্যানারে কয়েকজন শিক্ষক শুরু করেন আমরণ অনশন কর্মসূচি। এতে নিজের কার্যালয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন উপাচার্য ড. এ কে এম নূর-উন-নবী। দুই মাসের বেতন দেওয়ার আশ্বাসে গত বৃহস্পতিবার সাধারণ শিক্ষকরা আজ সোমবার পর্যন্ত তাঁদের কর্মসূচি স্থগিত করেন।

> আগামী বুধবার পর্যন্ত অবস্থান ও অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে গত শনিবার জরুরি সিন্ডিকেট সভা আহ্বান করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিকেল ৫টায় শুরু হওয়া সভাটি শেষ হয় রাত পোয়া ১১টায়। দীর্ঘ বৈঠক শেষে সিন্ডিকেটের সদস্যরা দাবি পূরণের ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অবস্থান তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানান।

এরপর রাত পৌনে ১২টায় জরুরি বৈঠকে বসেন প্রগতিশীল শিক্ষকসমাজের নেতারা। প্রায় দুই ঘণ্টা বৈঠক করে আগামী বুধবার পর্যন্ত কর্মসূচি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে অবস্থান ভাঙ করেন তাঁরা। সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন ড. আবু কালাম মো. ফরিদ উল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের সাত দফা দাবির মধ্যে অন্যতম ছিল বকেয়া চার মাসের বেতন ও বোনাস প্রদান। উপাচার্য মহোদয় সোমবারের মধ্যে অন্তত দুই মাসের বেতন ও বোনাস পরিশোধের আশ্বাস দিয়েছেন এবং অন্যান্য দাবির বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতির কথা জানিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আগামী বুধবার (২৫ তারিখ) পর্যন্ত আমরা অবস্থান ও অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত করেছি।'

আশ্বাস অনুযায়ী বেতন-বোনাস দেওয়া না হলে নতুন কর্মসূচি দেবেন বলেও জানিয়েছেন ড. আবু কালাম। এদিকে উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনার পর অননুমোদিত পদে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রত্যাহার করলেও কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে দিনব্যাপী ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন। দুপুরের পর একপর্যায়ে প্রশাসনিক ভবনের গেটে তালা লাগিয়ে দেন তাঁরা।

পরে সন্ধ্যায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপাচার্য কার্যালয়ে যান। ওই সময় তিনি কার্যালয়ে বসে কাজ করছিলেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁদের চাকরি স্থায়ীকরণের বিষয়ে উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আন্দোলনকারী শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মসূচি প্রত্যাহার করায় গতকাল থেকে একাডেমিক কার্যক্রম আবার শুরু হয়েছে।

উপাচার্য ড. নূর-উন-নবী কালের কণ্ঠকে বলেন, দাবি পূরণের ব্যাপারে তিনি শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যে আশ্বাস দিয়েছেন, তা লিখিতই বাস্তবায়ন করা হবে।